সংবাদ

০১৭

তারিখ … ৩.১১.৮৬ … …
পৃষ্ঠা … … ৮ … কলাম … ১ … …

শিক্ষকদের জন্যে সুযোগ-সুবিধা

দেশের সরকারী ও বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের পদোন্নতি, বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর কথা সম্প্রতি প্রেসিডেণ্ট ঘোষণা করেছেন। এসব সুযোগ-সুবিধার মধ্যে রয়েছে মাসিক ১০০ টাকা করে বাড়ি ভাড়া ভাতা; ভ্রমণ ও দৈনিক ভাড়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড মর্যাদা; ৬২৫-১৩৮৫ টাকা বেতনক্রমভুক্ত শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ; ডেমনষ্ট্রেটারদের লেকচারার পদে নিয়োগ লাভের ব্যবস্থা; সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে ৮০ শতাংশ পদোন্নয়নের মাধ্যমে পূরণ; একটি বার্ষিক ইনক্রিমেণ্টের সমান টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান; পূর্ব অভিজ্ঞতা সংযোজন করে পূর্ণ চাকরিকাল নির্ধারণ; আয়কর মওকুফ প্রভৃতি। আমরা মনে করি, এটি এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। এর বাস্তবায়নে শিক্ষক সমাজ উপকৃত হবেন নিঃসন্দেহে। সমাজে শিক্ষকদের মর্যাদা যেখানে সংকটের মধ্যে আছে সেখানে এসব সুযোগ-সুবিধা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে।

আর্থিক দুরবস্থার কারণে শিক্ষকদের সংসার নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়েছে। বর্তমান দ্রব্যমূল্যের বাজারে শিক্ষকতাকে ব্রত হিসেবে নিয়ে শুধু বেতনের ওপর---অনেক সময় তা আবার অনিয়মিত---নির্ভর করে চলতে পারছেন না তাঁরা। এ জন্যে অন্যবিধ উপায়ে বাড়তি আয়ের সংস্থান করতে হচ্ছে তাঁদের। প্রাইভেট পড়িয়ে নয়, ছোটখাট ব্যবসা করে তাঁরা সংসার চালানোর চেষ্টা করছেন। এ অবস্থাটা সমস্যা তৈরী করছে শিক্ষাক্ষেত্রে---শিক্ষা পরিবেশে। শিক্ষকরা ইমেজ হারিয়ে ফেলছেন, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি ঘটছে এবং অনেক অমর্যাদাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে চলছে। সর্বোপরি শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে।

সম্প্রতি ঘোষিত সুযোগ-সুবিধাগুলো দ্বারা তাই শিক্ষকরা শুধু উপকৃত হবেন না, এর প্রভাব পড়বে শিক্ষাক্ষেত্রেও। সাংসারিক দুশ্চিন্তা থেকে অনেকখানি মুক্ত হয়ে শিক্ষকরা সময় দিতে পারবেন শিক্ষার্থীদের কাজে। তাতে শিক্ষার পরিবেশ আগের তুলনায় উন্নত হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান বিভিন্ন পরিস্থিতিজনিত সমস্যার এটিমাত্র একটি দিক।

কিন্তু যাদের জন্য এই শিক্ষকদের অনন্যমনা হয়ে শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করার সুযোগ দেওয়া সেই ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের সংকট মোচনের কথাটাও এই প্রসঙ্গে আসে। বেতন, বই-পত্রের দাম ইত্যাদি যোগাতে না পেরে অনেক অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়েদের মাঝপথে লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।

স্কুলের অবস্থার কথাও আসে। বেসরকারী স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কটা যন্ত্রপাতি আছে? স্কুল লাইব্রেরীতে বই নেই, কিংবা কোন স্কুলে লাইব্রেরীই নেই। ভাল শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় বইপত্র দরকার, সর্বোপরি দরকার দৃষ্টিভঙ্গীর। বেতনের টাকার অংক এর কোনটাই পূরণ করতে পারবে না। শিক্ষা সমস্যাটাকে সঠিক পরিস্থিতির সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে, শুধু শিক্ষকদের ভাল বেতন পাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই যথেষ্ট নয়, এক কথায় এটা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে জড়িত।

তাই, এখন আর মফঃস্বলের কোন ছেলে এস এসসি কিংবা এইচএসসি পরীক্ষায় শীর্ষস্থানে থাকতে পারছে না। শহরে মুষ্টিমেয় সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েরাই সুযোগ পাচ্ছে তাদের মেধা যাচাই করার। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর নিকট সে পথ রুদ্ধ, এই বন্ধ দরোজটাও খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার মান ও শিক্ষকদের মর্যাদা অভিন্ন, দুটোকে আলাদা করে দেখে শুধু মর্যাদাকে অর্থের মাপে বিচার করা চলতে পারে না।

একথাও সত্য যে, শিক্ষকতার সমস্যা তীব্র হওয়ার পিছনে স্বল্প বেতন তথা আর্থিক অনিশ্চয়তা কাজ করছে। এ পেশা যে কৃতীব্যক্তিদের আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে এবং আপাততঃ অনন্যোপায়রা যে শেষ পর্যন্ত স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় চাকরি খোঁজেন তা একরকম জানা কথাই। শেষোক্তরাও আসলে ভাল চাকরির অপেক্ষায় থাকেন, সেটা পেলেই সমাপ্তি ঘটান শিক্ষক-জীবনের। এমন একটা অবস্থা গোটা শিক্ষা-জীবনের ওপরই ব্যাপক হতাশার ছায়া ফেলছে। অধ্যয়নে জ্ঞানার্জনে যাঁরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের সংস্পর্শে যেতে পারছে না তরুণ-কিশোর শিক্ষার্থীরা, শিক্ষা জীবন বঞ্চিত হচ্ছে তাদের সেবা থেকে। ফলে শিক্ষার মান ক্রমশঃ অধোগামী হয়ে চলছে। স্কুল-কলেজে ঘটছে অর্থ আত্মসাৎ, প্রশ্নপত্র ফাঁস, নকল সরবরাহ ও অন্যান্য নৈতিকতাবিরোধী কাজে শিক্ষকদের জড়িত থাকার ঘটনা। এগুলো অবশ্য দুঃখজনক অবস্থার আরেকটি দিক। তবে বর্তমান সুযোগ-সুবিধা যদি কৃতবিদ্যদের এ পেশার প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে তাহলেও হবে এর অনেকখানি সার্থকতা। কিন্তু আর যেটুকু বাড়ল-তার সঙ্গে দ্রব্য মূল্যের এই ক্রমোর্ধ্বগতি--জীবনযাত্রার ব্যয়--কতখানি সংগতি রাখতে পারবে? শেষ পর্যন্ত আবার সেই হিমসিম অবস্থাটাই না দাঁড়ায়! সরকারকে তাই এদিকটাতেও খেয়াল রাখতে হবে।